মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৪৭৬৪/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১৪৮৫৮ তারিখ : ০৪-১০-২০২৩ খ্রি.

বিষয় : তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র : অভিযোগকারীর ১৩-০৯-২০২৩ তারিখের আবেদন (আইডি- (২২২৭১)

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলাধীন "লাবসা ইমাদুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়" এর প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে বিগত ২১-০৬-২০২৩ খ্রি. তারিখে উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অভিদপ্তর, খুলনা অঞ্চল, খুলনা বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগ ও বিগত ১৪-০৮-২০২৩ খ্রি. তারিখের জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা-এর তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজি) জনাব মোঃ অহিদুর রহমান কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করার জন্য আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

অভিযোগের ছায়া কপি সংযুক্ত;

০৪-১০-২০২৩
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
০২৪৭৭৭৬২৭০৫

অধ্যক্ষ
আশাশুনি সরকারি কলেজ
আশাশুনি, সাতক্ষীরা

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৪৭৬৪/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১৪৮৫৮(৭) তারিখ : ০৪-১০-২০২৩ খ্রি.

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
৪। সভাপতি, লাবসা ইমাদুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লাবসা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
৫। প্রধান শিক্ষক, লাবসা ইমাদুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লাবসা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
৬। অভিযোগকারী জনাব মোঃ অহিদুর রহমান, সিনিয়র শিক্ষক, লাবসা ইমাদুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লাবসা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
৭। অফিস নথি।

০৪-১০-২০২৩
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
০২৪৭৭৭৬২৭০৫

তারিখ:- ১৬/০৯/২০২৩

বরাবর,

চেয়ারম্যান

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।

মাধ্যমঃ বিদ্যালয় পরিদর্শক।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।

বিষয় ঃ **সাতক্ষীরা সদর উপজেলাধীন লাবসা ইমাদুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আমার গত ২১-০৬-২০২৩ তারিখের অভিযোগটি জেলা শিক্ষা অফিসার স্যার এর গত ১৪-০৮-২০২৩ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে সন্দেহাতীতভাবে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে (মোঃ শফিকুল ইসলাম) অসদাচরণ এর দায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন।**

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, আমি মোঃ অহিদুর রহমান গত ০১/১২/২০০১ তারিখ হতে (২২ বছর ৬ মাস) সহকারি ইংরেজি শিক্ষক হিসাবে লাবসা ইমাদুর হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে আসছি। চাকরি জীবনের শেষ ক্লান্তি লগ্নে এসে অন্যায়, অত্যাচার, মানসিক নির্যাতন ও সুষ্ঠু পাঠ দানে বাধা দান সহ এমন কিছু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় আমার গঠিত অভিযোগ (কপি সংযুক্ত) জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা কর্তৃক ১৪-০৮-২০২৩ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে সন্দেহাতীতভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে ।

অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক (মোঃ শফিকুল ইসলাম) ইতিপূর্বেও অনেক অপরাধ সংঘঠিত করেছেন যা দৃশ্যপটে আসেনি। কাজেই এহেন চরিত্রের প্রধান শিক্ষককে উক্ত পদে বহাল রাখলে ভবিষ্যতে এই ধরণের অপরাধ পুনরায় সংঘটিত করতে পারেন। এমতাবস্থায় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক (মোঃ শফিকুল ইসলাম) যাতে ভবিষ্যতে এহেন অপরাধ করার সুযোগ না পায় এমন ধরণের শাস্তি প্রদান করাই সমীচীন বলে আমি মনে করি।

উল্লেখ্য, আমার গত ২১-০৬-২০২৩ তারিখের গঠিত অভিযোগ গত ১৯-০৭-২০২৩ তারিখে জেলা শিক্ষা অফিসার স্যার প্রধান শিক্ষককে আগামী ২৫-০৭-২০২৩ তারিখে তদন্ত হবে এই মর্মে নোটিশ করলে প্রধান শিক্ষক তদন্ত চলাকালীন সময়ে এই অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সরকারি ছুটির দিনে (২২-০৭-২০২৩) তড়িঘড়ি করে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ে সপ্তম শ্রেণির একজন অভিভাবককে ডেকে এনে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে ২৩-০৭-২০২৩ তারিখে সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আমাকে এবং আমার স্ত্রী সিনিয়র বিজ্ঞান শিক্ষিকা জনাব মরিয়ম নেছাকে একই সাথে শো-কজ করেন (কপি সংযুক্ত)। জানা যাচ্ছে আমাদের দুই জনকেই বরখাস্ত করবেন ।

অতএব বিনীত আরজ অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক (মোঃ শফিকুল ইসলাম) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ জেলা শিক্ষা অফিসার স্যার এর তদন্ত প্রতিবেদনে সন্দেহাতীতভাবে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় প্রধান শিক্ষককে (মোঃ শফিকুল ইসলাম) অসদাচরণ এর দায়ে ভবিষ্যতে এহেন অপরাধ করার আর কোনো সুযোগ না পায় এমন ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

বিনীত

১৩।০৯।২০২৩

মোঃ অহিদুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজি)
লাবসা ইমাদুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়
লাবসা, সাতক্ষীর সদর, সাতক্ষীরা।
মোবা: ০১৭২০-৫৮৯৪৮০

সংযুক্তি ঃ-

১। গত ১৪-০৮-২০২৩ তারিখের জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনের -১ কপি
২। তথ্য প্রমাণ সহ ২১-০৬-২০২৩ তারিখে দাখিলকৃত ৩১ পৃষ্ঠার অভিযোগের কপি
৩। দুইজনের শো-কজের চিঠি -১ কপি
৪। গত ১৯-০৭-২০২৩ তারিখের তদন্ত হওয়ার চিঠি -১ কপি
৫। ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অনলাইনে প্রদান

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ ঃ-

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
সাতক্ষীরা।
www.dshe.satkhira.gov.bd

স্মারক নং- জেশিঅ/সাত/২০২৩/ ৮৫৫ তারিখ: ১৪/০৮/২০২৩ইং

বিষয় : তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খুলনা অঞ্চল, খুলনা মহোদয়ের অফিস নং- ৩৭.০২.৪৭০০.০০০.০১.০০১.০১.১৭/৯৬৪ তারিখ: ১৮/০৭/২০২৩খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলাধীন লাবসা ইমাদুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি, ৭ম 'খ' শাখা) জনাব মো: অহিদুর রহমান এর অভিযোগের ভিত্তিতে গত ২৫/০৭/২০২৩ ইং তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তদন্তে নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে-

০১। শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ব্যানবেইস-এ শিক্ষক কর্মচারীর তালিকায় জনাব মো: অহিদুর রহমান সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি, ৭ম 'খ' শাখা) এর নামের বিপরীতে অফিস সহকারী ও অফিস সহায়ক লেখা আছে যাহা বিধি সম্মত নয়।

০২। অভিযোগকারী শিক্ষক মূলত সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি, ৭ম 'খ' শাখা) নিয়োগ। তার আবেদনে দেখা যায় নতুন কারিকুলাম প্রশিক্ষনে প্রধান শিক্ষক তার নাম ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বিষয় উল্লেখ করেছেন ইহা সত্য।

০৩। ব্যাংক হতে লোন ও প্রত্যায়ন পত্র প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষকের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন ইতোপূর্বে প্রত্যয়ন পত্র দিয়েছি এখন আমার পক্ষে প্রত্যয়ন পত্র দেওয়া সম্ভব না।

০৫। অভিযোগকারীর ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ক্লাস না থাকলেও ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণির ইংরেজিসহ অন্য বিষয়ে পাঠদান করান কিন্তু ক্লাস রুটিনে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

মন্তব্য: অভিযোগকারী শিক্ষকের অধিকাংশ অভিযোগ সত্য বলে মনে হয়। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক-কে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী মনে করেন।

ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সবিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

১৪/০৮/২০২৩
(অজিত কুমার সরকার)
জেলা শিক্ষা অফিসার
সাতক্ষীরা।
ই-মেইল: deostkr@yahoo.com

উপপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
খুলনা অঞ্চল, খুলনা।

তারিখ:- ২১-৫-২০২৩
বরাবর,

উপ-পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
খুলনা অঞ্চল, খুলনা।

বিষয় ঃ সাতক্ষীরা সদর উপজেলাধীন লাবসা ইমাদুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আমার নিয়োগের কাগজ-পত্র জালিয়াতিসহ অন্যান্য অভিযোগ গুলো সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, আমি মোঃ অহিদুর রহমান গত ০১/১২/২০০১ তারিখ হতে (২২ বছর ৬ মাস) সহকারি ইংরেজি শিক্ষক হিসাবে লাবসা ইমাদুর হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে আসছি। চাকরি জীবনের শেষ ক্লান্তি লগ্নে এসে অন্যায়, অত্যাচার, মানসিক নির্যাতন ও সুষ্ঠু পাঠ দানে বাধা দান সহ এমন কিছু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি যার কারণে অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে নিম্ন লিখিত অভিযোগ করতে বাধ্য হলাম ঃ-

১। শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ব্যানবেইস-এ শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকায় অতি গোপনে টাইপে শিক্ষক না লিখে কর্মচারী এবং পদবী সহকারি শিক্ষক না লিখে অফিস সহায়ক (Printout-জানুয়ারি-২০২৩)/ অফিস সহকারি (Printout-১৮-এপ্রিল-২০২৩) লিখে রেখেছেন (কপি সংযুক্ত-১)। তিনি একজন শিক্ষককে কর্মচারী ও পদবী হিসাবে অফিস সহায়ক/অফিস সহকারি লিখে রেখেছেন। এমনকি এক এক সময়ে এক এক রকম লিখছেন, যা আমার জন্য ক্ষতিকর ও সম্মানহানীকর।

২। গত ০৬-জানুয়ারি-২০২৩ তারিখে বিষয় ভিত্তিক নতুন কারিকুলামের শিক্ষক প্রশিক্ষণে আমার নাম ইতিহাস ও সমাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে আসলে (কপি সংযুক্ত-২) আমি নিয়োগের সকল কাগজ পত্র জেলা শিক্ষা অফিসার স্যারকে দেখালে তিনি ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আমার নিয়োগকৃত বিষয় কেনো পরিবর্তন হলো জানার চেষ্টা করলে দেখতে পাই শিক্ষা অধিদপ্তরে ১০-০৯-২০২২ তারিখের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দাখিলকৃত বিষয় নির্ধারণে আমার নিয়োগকৃত বিষয় ইংরেজি না লিখে অতি গোপনে ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান লিখে রেখেছেন। যার ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণে হয়রানি হতে হয়েছে (কপি সংযুক্ত-৩)। একারণেই সরকারি নির্দেশনা থাকা শর্তেও এমপিও শীটে আমার নিয়োগকৃত বিষয় ইংরেজি এবং পদবী সহকারি শিক্ষক সংশোধন করেন না (এম.পি.ও শীট সংযুক্ত-৪)। আমি আমার নিয়োগ থেকে এই পর্যন্ত সকল প্রশিক্ষণ ঢাকা-নায়েম সহ ইংরেজি বিষয়ে গ্রহণ করেছি-প্রশিক্ষণের ৮ (আট) টি সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিলাম। অবশ্য প্রধান শিক্ষক নিজের নিয়োগকৃত বিষয় ইংরেজি না হলেও তিনি ইংরেজি বিষয় লিখে রেখেছেন (কপি সংযুক্ত-৩)।

৩। **ব্যাংক হতে লোন ও প্রত্যয়ন পত্র প্রদান থেকে বঞ্চিত করলেন**। গত ০৮-নভেম্বর-২০২২ তারিখে আমার ব্যাংক থেকে নেওয়া লোন নতুন করে নবায়ন করার জন্য "আমি অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষক" এই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র ও ব্যাংকের লোন কাগজে স্বাক্ষর নিতে গেলে ১ম দিন বলেন "কাগজ পত্র দেখে আগামী দিন লোনের কাগজে স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন পত্র দিয়ে দেবো। ২য় দিন গেলে বলেন " কাগজ পত্র রেখে যান দেখছি"। ৩য় দিন গেলে বলেন "এখন আর আমি লোনের কাগজে স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন পত্র দিবো না"। আমি দীর্ঘ দিন অসুস্থ হয়েও আমাকে ৩ (তিন) দিন ঘুরানোর পরও প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসাবে লোনের কাগজে স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন পত্র দেননি।

৪। **শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা মানেন না**। শিক্ষক হাজিরা খাতায় বিধি মোতাবেক জ্যেষ্ঠতা না মেনে মাওলানা জাকির হোসাইন পরে আমার নাম লিখে রেখেছেন। অনেক বার বলার পরেও তিনি সংশোধন করেন না। এমনকি জ্যেষ্ঠতার নীতিমালাও একদিন বাহির করে দেখিয়েছিলাম-তিনি মানেন না। (কপি সংযুক্ত-৫)

৫। **বিগত প্রায় ১০ (দশ) বছর যাবৎ ৯ম ও ১০ম শ্রেনিতে কোন ক্লাস দেন না**। দীর্ঘ ১০ (দশ) বছর যাবৎ ৯ম ও ১০ম শ্রেনিতে কোন ক্লাস না দিয়ে ৮ম শ্রেনিতে সপ্তাহে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের ৩ (তিন) টি ক্লাস দিয়ে সকল ক্লাস ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেনিতে দিয়ে আসছেন। এবছর শুধু মাত্র ৭ম শ্রেনিতে ৩ (তিন) টি বিষয় দিয়েছেন। যা বিধি বর্হিভূত। অবশ্য নিয়োগ কালীন থেকে দীর্ঘ প্রায় ১৩ (তেরো) বছর যাবৎ ৮ম,৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে ইংরেজি সহ অন্যান্য বিষয়ে পাঠ দান করে আসছিলাম।

৬। **জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক দেওয়া ক্লাস রুটিন তিনি মানেন না**। এমনকি সমস্ত বছর ধরে তিনি ক্লাস রুটিন তৈরি করেন। সে এক অশান্তির ছায়া। (কপি সংযুক্ত-৬)

৭। **বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত ক্লাস থেকে আমাকে বাদ দিয়েছেন**। বছর শেষে দেখা যায় ১৪ জন শিক্ষকের মধ্যে সাধারণ ক্লাসে আমার ক্লাস সবচেয়ে বেশি কিন্তু অতিরিক্ত ক্লাস টাকার ক্লাস হওয়ায় অন্যান্য শিক্ষকদের সপ্তাহে ১৪/১৬ টা করে ক্লাস দেন কিন্তু আমার মাত্র সপ্তাহে ৫ (পাঁচ) টি ক্লাস ছিল। আমার ক্লাস বাড়ানোর কথা বললেও তিনি বাড়াননি বরং জানুয়ারি-২০২৩ সালে প্রধান শিক্ষক বলেন, "পূর্বে যা ছিলো তাই থাকবে পছন্দ হলে অতিরিক্ত ক্লাসে আসবেন, পছন্দ না হলে আসবেন না"। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত ক্লাস থেকে আমাকে বাদ দিয়েছেন।

৮। **অতিরিক্ত ক্লাস গুলোতে বিষয় শিক্ষক বিবেচনা না করে নিজের শিক্ষকদের দিয়ে থাকেন**। অফিস সহকারিকে (শাহিন) দিয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি ক্লাস সহ অন্যান্য ক্লাস দিয়ে থাকেন, কৃষি শিক্ষার শিক্ষক, কমার্সের শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান শিক্ষককে দিয়ে ইংরেজি ক্লাস করানো হয়। একজন শিক্ষকের ক্লাস অন্য শিক্ষক ও অফিস সহকারিকে দিয়ে করানো হয় এমনকি বিভিন্ন কৌশল করে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং করে রাখাই প্রধান শিক্ষকের প্রধান কাজ।

৯। **বিধি লঙ্ঘন করে প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগ দিয়েছেন**। সহকারি শিক্ষক জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা ও সহকারি শিক্ষক জনাব মোঃ আরিফ হোসেনকে নিজ বাড়িতে নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের

প্রাইভেট পড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন। বিধায় উক্ত শিক্ষকদ্বয় নিজ বাড়িতে প্রাইভেট পড়াচ্ছেন। অবশ্য আমাকে প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগ দেন না।

আমি ২০২০ সাল হতে Cervical Spondylosis রোগে আক্রান্ত হওয়ায় প্রধান শিক্ষক ইচ্ছা করে অসত্য ও ভিত্তিহীন অপবাদ দিয়ে ২(দুই) দিন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলে ২ (দুই) দিনই আমার টয়লেট বন্ধ হয়ে মৃত্যু প্রায় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ফলে আমাকে ছুটিতে থাকতে হয়। তিনি প্রায় সময় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেনির শিক্ষক ও শাখা শিক্ষক বলে অনীহা প্রকাশ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সামনে আমাকে অপমান করে থাকেন এবং চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলেন, এমনকি চাকরিতে ক্ষতি করারও হুমকি দিয়ে থাকেন। তিনি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রতি নিয়তই জঘণ্য, কুরুচিপূর্ণ, বাস্তবহীন কথা বলে Mental Torturing করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চায় (কপি সংযুক্ত-৭)। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক আমার নিয়োগের কাগজ-পত্র জালিয়াতি সহ এহেন আক্রমণাত্মক জঘন্য অপরাধের যথাযথ সুবিচার প্রার্থণা করছি।

বিনীত

২৯-৫-২০২৬

মোঃ অহিদুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজি)
লাবসা ইমদাদুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়
লাবসা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
মোবা: ০১৭২০-৫৮৯৪৮০

সংযুক্তি ঃ-

১। নিয়োগ পত্র ও যোগদান পত্রের ফটোকপি-১টি।
২। শেষ এম.পি.ও কপি-১টি।
৩। ব্যানবেইস এর শিক্ষক কর্মচারির তালিকার ফটোকপি- ১টি।
৪। নতুন করিকুলামের প্রশিক্ষনের তালিকার ফটোকপি-১টি।
৫। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ১০/০৯/২০২২ তারিখের দাখিলকৃত বিষয় নির্ধারণের কপি-১টি।
৬। জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের নীতিমালার কপি-১টি।
৭। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ক্লাস রুটিনের কপি-১টি।
৮। বেঙ্গালরের ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসার প্রত্যয়ন পত্রের কপি- ১টি
৯। সোনালী ব্যাংকের ১০০০ (এক হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট নং-
১০। ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ৮টি সার্টিফিকেটের ফটোকপি- ১টি করে।

অনুলিপি প্রেরণ ঃ-

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা।